আর ডি বনশল - নিবেদিত

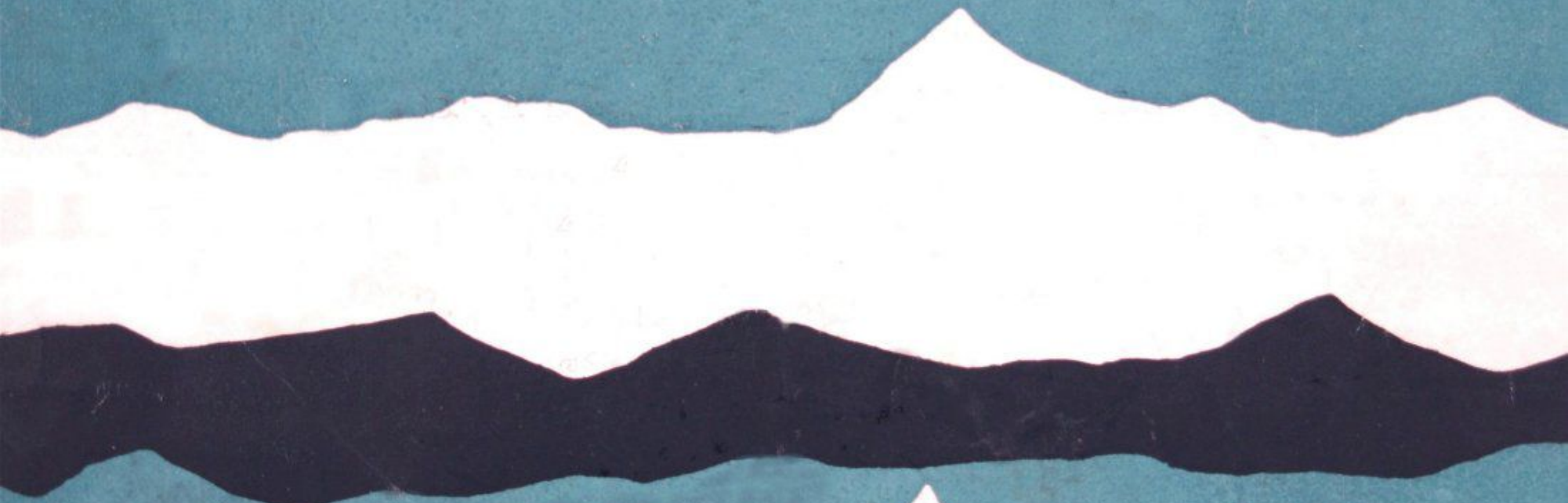

স্বর্ণশিখরপ্রাঙ্গণে

আর. ডি. বনশল নিবেদিত ও কালীপদ দত্তগুপ্ত প্রযোজিত

সারদা চিত্র মন্দিরের

মিনু চ্যাটার্জি

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **পীযুষ বসু**

মূল কাহিনী : কালকূট

সংগীত : শৈলেশ রায়

আলোকচিত্র : দিলীপরঞ্জন মুখার্জী

শিল্প নির্দেশনা : কার্তিক বসু

রূপ সজ্জা : মদন পাঠক

প্রধান কর্মসচিব : বিমল সান্যাল

সংগীত গ্রহণ : রবীন চট্টোপাধ্যায় (ফিল্মসেণ্টার, বম্বে)

চিত্রপরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা

স্থির চিত্র : খুশী সোম

পরিচয় লিখন : নৃপেন পাল

ব্যবস্থাপনা : বেনু দাশগুপ্ত

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিবদাস বন্দোপাধ্যায়

শব্দ গ্রহণ : বাণী দত্ত

শব্দ পূনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ

পট শিল্প : কবি দাশগুপ্ত

কেশ-বিন্যাস : গোষ্ঠ কুমার

প্রচার অঙ্কন : বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
সনৎ ঘোষ

অন্তর্দৃশ্য : ক্যালকাটা মুভিটোন

প্রচার পরিকল্পনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

— সহকারী বৃন্দ —

পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত বোস, দেবপ্রসাদ সেন। আলোক চিত্রে : গৌর, দুঃখীরাম, কৃষ্ণ, দেবেন। শব্দ যন্ত্রে : ৺হৃষিকেশ ব্যানার্জী, জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ, পাঁচু। শিল্প নির্দেশ : সূর্য চ্যাটার্জী। পট শিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য। পরিস্ফুটন : ৺মোহন চ্যাটার্জী, অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী। আলোক সম্পাত : হরেণ, অভিমন্যু, সুধীর, অবনী, সুদর্শন, সন্তোষ, দিলীপ। ব্যবস্থাপনা : যতীন, বিশ্বনাথ, পরেশ। সম্পাদনা : শেখর চন্দ। রূপ সজ্জা : গোপাল, তারাপদ। সাজ সজ্জা : নিউ স্টুডিও সাপ্লাই, গণেশ দাস। দৃশ্য সজ্জা : সতীশ, সুধীন, শান্তি, গুপীনাথ, সুনীল, রমেন, সুদামা, রামধনী। বৈদ্যুতিক : রমা ইলেকট্রিক

ভূমিকায়

উর্বশী মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, স্বরূপ দত্ত

তরুণ কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, কৃষ্ণা প্রধান (নবাগতা), বেবী রিতু, বেবী মুন্না, রবীন ব্যানার্জী, অরুণ মুখার্জী, গজা বোস, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, শ্যামল ব্যানার্জী, সুনীলেশ [illegible]ট্টাচার্য, [illegible]দিরাম ভট্টাচার্য, বিনয় লাহিড়ী, শৈলেন গাঙ্গুলী, গৌতম, অজিত, পান্না, শঙ্কর, অবনী, প্রাণকৃষ্ণ, হাসিবাবু, মানিক, মিহির, সূর্য, অজিত, গোপাল, যোগেশ, শিখা, জ্যোৎস্না, শৈল, পূর্ণিমা, মধুমিতা, দেবরায় প্রভৃতি।

Srimati Minu Chatterjee

গান

মন বলে আমি আজ কোথায় এলাম
সোনা ঝরা রোদ্দুরে হারিয়ে গেলাম
আলোতে ছায়াতে মেঘেরি মায়াতে
সূর্যের সাতরঙ্ কুড়িয়ে পেলাম
খেয়ালী হাওয়াতে চলেছি ভেসে
নাম না জানা কোন পাখীর দেশে
এই ধরণীর ধূলিতে আমি

মুন্না, রবীন ব্যানার্জী, ...
ব্যানার্জী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, বিনয় লাহিড়ী, শৈলেন
গাঙ্গুলী, গৌতম, অজিত, পান্না, শঙ্কর, অবনী, প্রাণকৃষ্ণ, হাসিবাবু, মানিক,
মিহির, সূর্য, অজিত, গোপাল, যোগেশ, শিখা, জ্যোৎস্না, শৈল, পূর্ণিমা,
মধুমিতা, দেবরায় প্রভৃতি।

Srimati Minu Chatterjee

গান

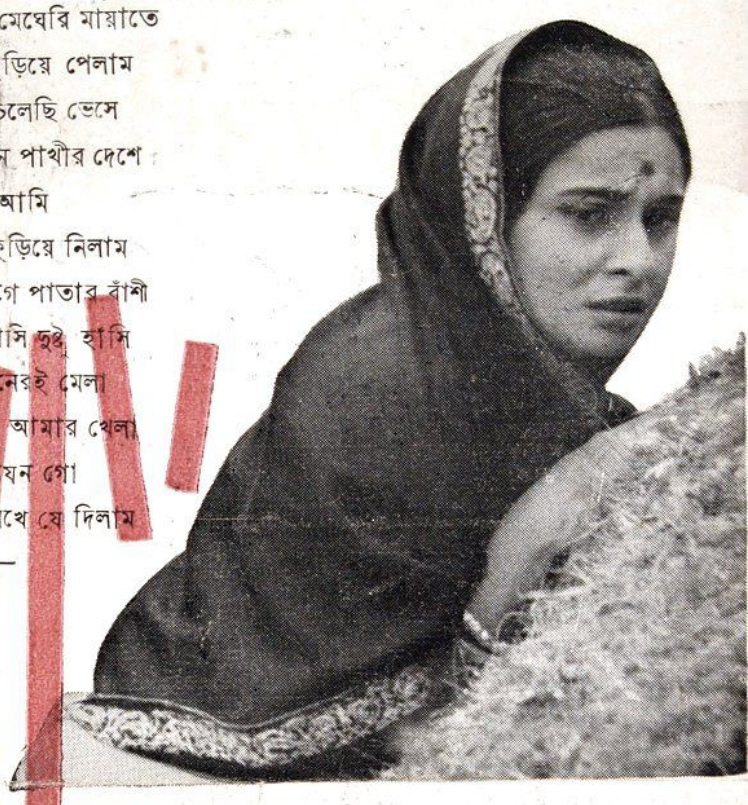

মন বলে আমি আজ কোথায় এলাম
সোনা ঝরা রোদ্দুরে হারিয়ে গেলাম
আলোতে ছায়াতে মেঘেরি মায়াতে
সূর্যের সাতরঙ কুড়িয়ে পেলাম
খেয়ালী হাওয়াতে চলেছি ভেসে
নাম না জানা কোন পাখীর দেশে
এই ধরণীর ধূলিতে আমি
বুকভরা ভালবাসা কুড়িয়ে নিলাম
আজ বড় ভালো লাগে পাতার বাঁশী
তার চেয়ে ভালোবাসি দুষ্টু হাসি
চলতি পথের এই মনেরই মেলা
তার সাথে চিরদিন আমার খেলা
নয় হারানোর দিন যেন গো
স্মরণের মনিহারে রেখে যে দিলাম

—:—

এই লাজুক লাজুক চোখে আমার
অনেক খুসীর মেলা
এলো স্বপ্ন মধুর লগ্ন
যেন মন-হারাবার বেলা
বাতাস আজ দেয় যে দোলা প্রাণে
খুসীতে হৃদয় দোদুল গানে
জানি না বুঝি না এইক্ষণে
মন নিয়ে এ কি খেলা
আহা এই কাছে থাকা
কিছু কিছু ভালো লাগা
ফুলেদের বাসরে গোপনে আজ ডাকা
কি দেখি দূরের মেঘের ফাঁকে
তুলিতে রঙ্গীন ছবি আঁকে
বকুলে মুকুলে সারা বেলা
ভ্রমরের লীলা খেলা।

—:—

তুমি যে আমার স্বপ্ন
তুমিতো আমার শান্তি
ওগো প্রিয় মুছে দিও
জীবনের যত ক্লান্তি

তোমায় চাওয়ার নেই সুরু নেই শেষতো
নয় চিরদিন দূরে থেকো তুমি বেশতো
মনে হবে নাগো একবার শুধু
এই ভালোবাসা ভ্রান্তি
একি নয় তবে তোমায় পাওয়ার লগ্ন
তুমি কি জানো না কার ধ্যানে আঁখি
মগ্ন
তুমি নিকটে আমায় ডেকে আনো যবে
দূরকে
পরাণ বাঁশীতে খুঁজে পাই আমি সুরকে
তোমারি সে প্রেমে আলো হয়ে থাক
আঁধারের যত শ্রান্তি।

নয় মনের থেকে ভুল বোঝাবি
কাঁটাগুলো সরিয়ে দিলে
জীবনটাকে মধুর করে
ফুলে না হয় ভরিয়ে দিলে
চুকিয়ে অভিমানের পালা
ক্ষমার প্রদীপ হোক না জ্বালা
একলা ঘরে তারই শুধু
আলো না হয় ছড়িয়ে দিলে
ছোট ছোট দুঃখ সুখের
এই যে আঁধার আলো
যখনই সে আসে
তাকে মানিয়ে নেওয়াই ভালো
মনকে মিছে ব্যাথায় ঢেকে
কি লাভ বলো আড়াল রেখে
ধুলায় থেকে কুড়িয়ে মালা
কণ্ঠে না হয় পরিয়ে দিলে।

—:—

কণ্ঠ-সংগীতে
লতা, আশা, হেমন্ত ও মান্না।

মুখবন্ধ

"কত দিনের সাধ, পাহাড়ে উঠবো। একবার হিমালয়ে যাব। তাই বোধ হয় ভারতবর্ষের নানান প্রান্তে ঘুরিয়ে, হিমালয়ের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে, আমার পথ চলার নিয়তি আজ এখানে টেনে নিয়ে এল।...আর আমার মনের সঙ্গে তাল দিয়ে যেন, পাহাড়ের গা বেয়ে এই বিচিত্র রেলগাড়ীর চলমান স্রোতের মধ্যে, বিস্মিত আনন্দের কলকল ধ্বনি বাজছে। অপরূপ!"

ছুটে চলেছে রেলগাড়ী। তার দোলায়িত ছন্দে যাত্রীদের বিচিত্র খেয়ালের অপরূপ সমন্বয়। সাহিত্যিক সমরের দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা বৈচিত্র। একদিকে বৈরাগ্যের অনুভূতি—অপরদিকে সহযাত্রীদের কলগুঞ্জন। খিঁটখিঁটে মেজাজের বৃদ্ধ পরমেশবাবু, বিশ্ব সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ—অথচ ছুটে চলেছেন শৈলশিখরে কন্যা সন্দর্শনে। ইভা, মল্লিকা, মালতী, তিনটি তরুণী,—তাদের কলহাস্যে যৌবনের উন্মাদনা। এদের সাথে যোগ দিয়েছে "ঘর ছাড়া আনন্দেরই অভিব্যক্তি" নিয়ে তিনটি তরুণ পল্টু, বরুন ও শান্তনু। "তিন বোন প্রথমে সঙ্কুচিত, তারপরে আরক্ত, তারও পরে সমবেত গলার খিল খিল হাসিটা চাপা থাকেনি। তিন বোনের ছয় বেনীর মায়াবিনী ফাঁদে যে ওরা দর্শনমাত্রেই ধরা পড়েছিল, তাদের আবির্ভাব যে ওদের তিনটি প্রাণে প্রায় অলৌকিক মুগ্ধ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল, সন্দেহ নেই।" আরও সব বিচিত্র ধরণের সহযাত্রী। সমর নূতন অভিজ্ঞতার আনন্দে মশগুল।

কিন্তু মিষ্টি মেয়ে কাকলী আর তার মা সুমিতা যেন স্বতন্ত্র। সুমিতার নিঃসঙ্গতায় সাহিত্যিকের কৌতুহল জাগে। "কিন্তু কেন বা কৌতুহল। ওই দুরান্তের পাহাড়ের গায়ে দেশান্তরগামী মেঘের মতো, আমাদের এই গাড়ির যাত্রা শেষেই, পরস্পরের কাছ থেকে আবার দূরে চলে যাব। কেউ কাউকে মনে রাখব না।"

আবাল্যের স্বপ্ন দার্জিলিং। জল ভরা মেঘ আর সোনা মাখা রোদ শিহরণ জাগায়—স্তব্ধ পাষাণের অব্যক্ত ভাষা গহন অরন্যের তরুশাখায় মর্মরিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যিক সমরের মনে আজ দার্শনিকের জিজ্ঞাসা। সরলা শৈল-জয়া পার্ব্বতীর মনের কথা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

সমর জেনে নেয় সুমিতার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাময় ইতিহাস। কৃতী ইঞ্জিনিয়ার অমর আর বিদুষী সুমিতার মধুর দিনগুলি আজ অতীতের পৃষ্ঠায়। সব কিছু পেয়েও সব কিছু পেছনে ফেলে সে ছুটে এসেছে এই স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে!

উদ্ধৃত অংশগুলি 'কালকূট' রচিত মূল কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে।

সম্পাদনা: শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, 'আর, ডি, বি'র প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:— শ্রীমতী প্রীতি দত্তগুপ্তা, শ্রী ও শ্রীমতী উদয় ব্যানার্জী, শ্রী ও শ্রীমতী রতীশচন্দ্র ঘোষ, দিলীপ গাঙ্গুলী, কেদার প্রধান, মিঃ বাজপেয়ী শরৎ ভট্টাচার্য, শ্রী ব, ভট্টাচার্য, সুদেশ খুল্লা, মেসার্স গিং টি এষ্টেট, ফরেষ্ট অফিসার ও পুলিশ বিভাগ—দার্জিলিং, মেসার্স কেভেন্টার্স লিমিটেড, কলিঃ মেডিঃ কলেজ, রামচাঁদজী ও গজা বসু।

বিশ্বপরিবেশনা: আর, ডি, বি, এণ্ড কোং

আর. ডি. বনশল

প্রযোজিত

বিশ্বজিৎ · তনুজা

অভিনীত

জালী

সংগীত

শচীন দেববর্ম্মন

পরিচালনা

সুধীর মুখার্জী

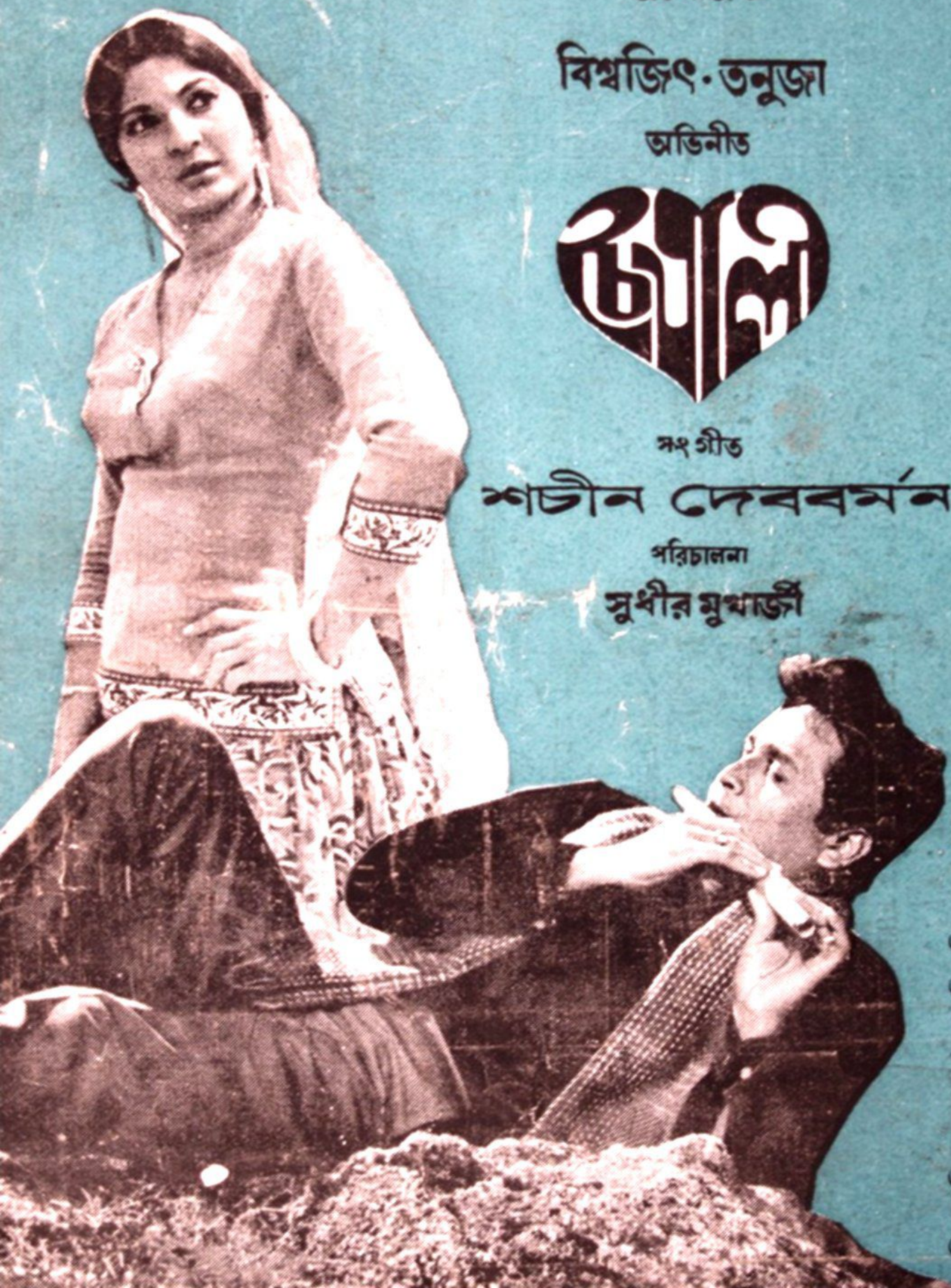

বিজ্ঞাপন পরিকল্পনাঃ আর. ডি. বি. এণ্ড কোং